

5. সহস্রাব্দ

অনন্তকাল মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি

আমাদের আত্মার ডিএনএ-তে অনন্তকাল লেখা

আমরা এখন অনন্তকালের অন্তর্দৃষ্টির পঞ্চম অধ্যয়নের মধ্যে রয়েছি, এবং আমি আশা করি এতক্ষণে, আপনি অনন্তকালের বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করেছেন এবং খ্রীষ্টের ফ্রুশে আপনার জন্য কেনা ভাগ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়েছেন। একরকম, আমাদের অভ্যন্তরীণ আত্মায়, আমাদের অনেকের জন্য, এটা ঠিক রিং হয়নি যে পৃথিবীতে আমাদের অল্প সময়ের মধ্যে আমরা এই জীবনটি অনুভব করি যা আছে। প্রথমত, যখন আমরা জীবনের জটিলতার দিকে তাকাই, তখন আমরা পরমাণুর গঠনের যতই কাছাকাছি যাই, যে কেউ প্রমাণগুলি পরীক্ষা করে দেখেন যে আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে এমন কোনও তত্ত্বে কেনা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এমন প্রশ্ন আছে যার উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারে না। আমাদের হৃদয়ে কিছু আমাদের বলে যে আমরা এখানে এবং এখন যা অনুভব করি তার চেয়ে জীবনের আরও অনেক কিছু রয়েছে। রাজা সলোমন, যিনি সর্বকালের সেরা জ্ঞানী ব্যক্তিদের একজন হিসাবে পরিচিত, বলেছিলেন:

তিনি তার সময়ে সবকিছু সুন্দর করেছেন। তিনি মানুষের হৃদয়ে অনন্তকাল স্থাপন করেছেন (Ecclesiastes 3:11)

পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায়, সলোমন ঈশ্বরের সৃজনশীল নকশার কথা বলেছিলেন যে আমাদের অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি অনন্তকালের ছাপ দিয়ে ঐশ্বরিকভাবে অঙ্কিত। ফরাসী বাইবেল মূল হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করে যে ঈশ্বর “আমাদের হৃদয়ে অনন্তকালের চিন্তা স্থাপন করেছেন”। প্রিন্স চার্লস একবার মানুষের আত্মার ভেতরের শূন্যতার কথা বলেছিলেন; তিনি বলেছিলেন, “বিজ্ঞানের সমস্ত সুবিধার জন্য, আত্মার গভীরে একটি অবিরাম এবং অচেতন উদ্বেগ থেকে যায় যে কিছু অনুপস্থিত।” প্রিন্সেস ডায়ানা, একটি দাতব্য ইভেন্টে বক্তৃতা, “ক্ষতি এবং বিচ্ছিন্নতার একটি অপ্রতিরোধ্য অনুভূতি যা আধুনিক জীবনের জটিলতার সাথে বেঁচে থাকার এবং মোকাবেলা করার জন্য অনেক লোকের প্রচেষ্টাকে হ্রাস করে। তারা জানে,” সে বলল, “কিছু অনুপস্থিত।” আমাদের হৃদয়ের গভীরে, যতক্ষণ না আমরা খ্রীষ্টের কাছে না আসছি, সেখানে একটি শূন্যতা, আত্মার শূন্যতা সম্পর্কে সচেতনতা রয়েছে। আমরা মাদক, অ্যালকোহল, যৌনতা, সম্পত্তি, ক্ষমতা, অর্থ এবং প্রতিপত্তি দিয়ে এটিকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুই সন্তুষ্ট হয় না কারণ আমরা সেই শূন্যতা দিয়ে তৈরি। ফরাসি দার্শনিক এবং গণিতবিদ ব্লেইস প্যাসকেল যেমন লিখেছেন, “প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের আকৃতির শূন্যতা রয়েছে।”

সিএস লুইস, তার বই, মেরে খ্রিস্টান, লিখেছেন:

প্রাণীরা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জন্মায় না যদি না সেই আকাঙ্ক্ষাগুলির সন্তুষ্টি থাকে। একটি শিশু ক্ষুধা অনুভব করে: ভাল, খাবারের মতো একটি জিনিস রয়েছে। একটি হাঁসের বাচ্চা সাঁতার কাটতে চায়: ভাল, জলের মতো একটি জিনিস রয়েছে। পুরুষরা যৌন ইচ্ছা অনুভব করেন: ভাল, যৌনতার মতো একটি জিনিস রয়েছে। যদি আমি এমন একটি আকাঙ্ক্ষা খুঁজে পাই যা এই বিশ্বের কোনো অভিজ্ঞতাই পূরণ করতে পারে না, তবে সবচেয়ে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল যে আমি অন্য বিশ্বের জন্য তৈরি হয়েছি। যদি আমার পার্থিব আনন্দের কোনটিই এটিকে সন্তুষ্ট না করে তবে এটি প্রমাণ করে না যে মহাবিশ্ব একটি প্রতারণা। সম্ভবত জাগতিক আনন্দগুলি কখনই এটিকে সন্তুষ্ট করার জন্য ছিল না, তবে কেবল এটিকে জাগিয়ে তোলার জন্য, আসল জিনিসটির পরামর্শ দেওয়ার জন্য

পঞ্চম শতাব্দীর দার্শনিক অগাস্টিন লিখেছিলেন, "আমাদের হৃদয় শান্ত থাকে যতক্ষণ না তারা তোমার মধ্যে তাদের বিশ্রাম না পায়।" এই অনুপস্থিত টুকরা স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি জীবন্ত জল, জীবনের রুটি, একমাত্র যিনি আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারেন। হাগাই নবী লিখেছেন: "আমি সমস্ত জাতিকে কাঁপিয়ে দেব, এবং সমস্ত জাতি যা চাইবে তা আসবে, এবং আমি এই ঘরকে মহিমায় পূর্ণ করব, 'সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু বলেন" (হাগাই 2:7) সমস্ত জাতির কাঙ্ক্ষিত এক, ইস্রায়েলের পবিত্র এক, যীশু মশীহ, আসবেন এবং পৃথিবীতে দাঁড়াবেন, এবং আমাদের পুনরুত্থানের দেহে, আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাব। জব আমাদের বলেছিলেন: 25 "আমার জন্য, আমি জানি যে আমার মুক্তিদাতা বেঁচে আছেন, এবং শেষ পর্যন্ত তিনি পৃথিবীতে তাঁর অবস্থান নেবেন। 26 "আমার চামড়া ধ্বংস হওয়ার পরেও, আমি আমার মাংস থেকে ঈশ্বরকে দেখতে পাব; 27 আমি নিজে যাকে দেখব, আর যাকে আমার চোখ দেখবে, অন্য কেউ নয়" (জব 19:25-27) পৃথিবীতে খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন এবং উপস্থিতি শান্তির এক গৌরবময় সময়ের আগে হবে। এই অধ্যয়নে, আমরা বাইবেল রাজাদের রাজা, খ্রীষ্ট যীশুর রাজত্বের হাজার বছরের ধার্মিকতা, আনন্দ এবং শান্তি সম্পর্কে কী বলে তা পরীক্ষা করব

প্রশ্ন 1) আপনি আজকের সমাজে আধ্যাত্মিক ক্ষুধার কোন প্রমাণ দেখতে পান? আপনি কি আমাদের সংস্কৃতিতে এই ক্ষুধা প্রকাশ করার উপায়গুলি সম্পর্কে ভাবতে পারেন?

হাজার বছরের শান্তি

পুনরুত্থান দেহ সম্পর্কে তৃতীয় গবেষণায়, আমরা খ্রিস্টের প্রত্যাবর্তন এবং সাধুদের পুনরুত্থান সম্পর্কে কথা বলেছি, যখন যারা আবার জন্মগ্রহণ করে এবং খ্রিস্টের সাথে হাঁটবে তারা একটি অবিনশ্বর দেহ, শক্তির একটি অমর দেহ পাবে। এই দেহটি হবে খ্রিস্টের পুনরুত্থান দেহের মতো, একটি দেহ যা অসম্মানে বপন করা হয়েছে, কিন্তু মহিমায় উত্থিত হয়েছে (1 করিন্থিয়ানস 15:43)। ঈশ্বরের লোকেরা, সাধুদের, খ্রীষ্টের সাথে এক হাজার বছর রাজত্ব করার ক্ষমতা দেওয়া হবে (প্রকাশিত বাক্য 20:4; 1 করিন্থিয়ানস 6:2), এবং শয়তানকে আবদ্ধ করা হবে এবং অতল গহ্বরে নিষ্ক্ষেপ করা হবে (প্রকাশিত বাক্য 20:1-3))

1আর আমি একজন স্বর্গদূতকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখলাম, তার হাতে অতল গহ্বরের চাবি রয়েছে এবং তার হাতে একটি বড় শিকল রয়েছে। 2তিনি সেই ড্রাগনটিকে, সেই প্রাচীন সাপটিকে, যে শয়তান বা শয়তানকে ধরে এক হাজার বছরের জন্য বেঁধে রেখেছিলেন। 3তিনি তাকে অতল গহ্বরে নিষ্ক্ষেপ করলেন, এবং তার উপর তালা লাগিয়ে দিলেন এবং সীলমোহর করে দিলেন, যাতে হাজার বছর শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে আর জাতিদের প্রতারণা করা না হয়। এর পরে, তাকে অল্প সময়ের জন্য মুক্ত করতে হবে। 4আমি সিংহাসন দেখলাম, যার উপরে তারা বসে আছে যাদের বিচার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এবং আমি তাদের আত্মা দেখেছি যাদের শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল যীশুর পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য এবং ঈশ্বরের কথার কারণে। তারা পশু বা তার মূর্তি পূজা করেনি এবং তাদের কপালে বা তাদের হাতে তার চিহ্ন পায়নি। তারা জীবিত হয়েছিলেন এবং খ্রীষ্টের সাথে এক হাজার বছর রাজত্ব করেছিলেন। 5 (হাজার বছর শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাকি মৃতেরা জীবিত হয় নি।) এটিই প্রথম পুনরুত্থান। 6 ধন্য ও পবিত্র তারা যারা প্রথম পুনরুত্থানে অংশ নিয়েছে। দ্বিতীয় মৃত্যুর তাদের উপর কোন ক্ষমতা নেই, কিন্তু তারা ঈশ্বরের এবং খ্রীষ্টের যাজক হবে এবং তার সাথে এক হাজার বছর রাজত্ব করবে (প্রকাশিত বাক্য 20:1-6 জোর দেওয়া আমার)

ধর্মতত্ত্ববিদ এবং পণ্ডিতরা এই খ্রিস্টের হাজার বছরের রাজত্বকে সহস্রাব্দ বলে অভিহিত করেন, একটি শব্দ যার অর্থ হাজার। সহস্রাব্দ সম্পর্কে তিনটি বিশ্বাস রয়েছে। প্রথমটিকে বলা হয় অ্যামিলেনিয়ালিজম। একজন অ্যামিলেনিয়ালিস্ট বিশ্বাস করেন যে উপরের প্যাসেজে পাঁচবার উল্লিখিত হাজার বছর একটি আক্ষরিক সংখ্যা নয় বরং একটি প্রতীকী সংখ্যা যা আমরা বর্তমানে গির্জার যুগে আছি। দ্বিতীয়ত, পোস্ট সহস্রাব্দবাদ আছে। পোস্ট সহস্রাব্দবাদীরাও বিশ্বাস করেন যে উপরে উল্লিখিত 1000 বছরের সময়কালটি আক্ষরিক 1,000 বছর নয়। তাদের দৃষ্টিতে, চার্চ খ্রিস্টীয় নীতিশাস্ত্রের একটি স্বর্ণযুগ নিয়ে আসবে এবং সেই

সময়ের পরে যিশুর দ্বিতীয় আগমন ঘটবে। তৃতীয়ত, এখানে প্রিমিলেনিয়ালিজম আছে, যা এই লেখক ধরে রেখেছেন। একজন প্রি-মিলেনিয়ালিস্ট বিশ্বাস করেন যে যীশুর আগমন ক্লেসের সময়ের পরে হবে, তিনি সাধুদের, যারা আবার আত্মার জন্ম দিয়েছেন, তাদের উঠাবেন এবং সাধুরা আক্ষরিক হাজার বছরের রাজত্বের সাথে শাসন করবে এবং রাজত্ব করবে। পৃথিবীতে ড্রাগন, সেই প্রাচীন সর্প যা ইডেন বাগানে আবির্ভূত হয়েছিল, যাকে শয়তান এবং শয়তানও বলা হয়, যখন প্রভু আসবেন তখন তাকে আবদ্ধ করা হবে। শ্লোক তিনটি আমাদের বলে যে তাকে অতল গহ্বরে নিষ্ক্ষেপ করা হবে (গ্রীক শব্দ আবুসোস, যার অর্থ অতল, অজ্ঞাত; বিশাল; সীমাহীন; অপরিমেয় গভীরতা)। 1000 বছর শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর কোন যুদ্ধ হবে না, এবং তারপর শয়তানকে একটি সময়ের জন্য মুক্তি দিতে হবে (প্রকাশিত বাক্য 20:3)

প্রশ্ন 2) শয়তান আবদ্ধ এবং আর প্রতারণা করতে অক্ষম আমাদের পৃথিবী কেমন হবে তা কল্পনা করুন (ভ. 3)। শয়তানের প্রভাব থেকে পৃথিবীতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রভাব কী হবে?

শান্ত্র আমাদের বলে যে, অতল গহ্বরে আবদ্ধ শয়তানের সাথে, পৃথিবীতে আর কোন প্রতারণা থাকবে না (v. 3)। নতুন পুনরুত্থান দেহের সাথে খ্রীষ্টে বিশ্বাসীদের জন্য, মন্দ ও পাপের প্রতি কোন প্রলোভন থাকবে না এবং মৃত্যুর ভয় থাকবে না। যীশু ফিরে এলে সাধুরা অমর, এবং আমাদের পাপী প্রকৃতিও কেড়ে নেওয়া হবে। কারণ ঈশ্বরের লোকেরা মুক্ত ক্ষমতায় কাজ করবে, আমাদের সৃজনশীলতা উন্মোচিত হবে। আমরা আমাদের দেহ, আত্মা এবং মনকে বিশ্বাস এবং সৃজনশীলতার একটি ভিন্ন স্তরে কাজ করতে দেখব এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন অনুভব করব। সমগ্র সৃষ্টি সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা করছে যখন খ্রীষ্টের মধ্যে যারা অক্ষয় দেহ পরিধান করবে (1 করিন্থিয়ানস 15:54)। সেই সময়ে, প্রাণীজগতের প্রকৃতি পরিবর্তন হবে:

19সৃষ্টি ঈশ্বরের পুত্রদের প্রকাশের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। 20 কারণ সৃষ্টি হতাশার অধীন হয়েছিল, নিজের পছন্দের দ্বারা নয়, বরং যিনি এটিকে বশীভূত করেছিলেন তার ইচ্ছার দ্বারা, 21 এই আশায় যে সৃষ্টি নিজেই তার ক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হবে এবং ঈশ্বরের সন্তানদের মহিমাম্বিত স্বাধীনতার মধ্যে নিয়ে আসবে। . 22 আমরা জানি যে সমগ্র সৃষ্টি বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রসব বেদনার মতো কান্নাকাটি করছে (রোমীয় 8:19-22)

আমি আশ্চর্য হই যে পল প্রেরিতের মনে কি ছিল যখন তিনি রোমের চার্চকে সৃষ্টির বিষয়ে লিখেছিলেন। আমি মনে করি তিনি প্রাণীজগতের কথা উল্লেখ করছিলেন যা মানবজাতির জন্য এত ভয়ঙ্কর এবং প্রায়শই মানুষের কাছ থেকে চলে। পতনের পর থেকে, মানবতা এবং প্রাণীজগতের মধ্যে সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আজ, আমরা আধুনিক কৃষি এবং পশুপালন পদ্ধতির ধ্বংসাত্মক প্রভাব দেখতে পাচ্ছি যা সৃষ্টির জন্য বড় দুর্ভোগ নিয়ে আসে। পশু সাম্রাজ্যের এই আচরণ ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নয়, এবং প্রাণীরা মানবতার সাথে পতনের প্রভাব ভোগ করছে। সমস্ত প্রাণীজগতের অভ্যন্তরীণ আকাঙ্ক্ষা এবং হাহাকার হল যীশুর আগমন এবং সহস্রাব্দ শুরু হলে মানুষের ভয় দূর করার জন্য। সেই সময় সম্পর্কে ইশাইয়া নবীরও কিছু বলার আছে:

1 যিশয়ের সূপ থেকে একটি অঙ্কুর বের হবে; তার শিকড় থেকে একটি শাখা ফল দেবে। 2 সদাপ্রভুর আত্মা তার উপর বিশ্রাম করবেন - জ্ঞান ও বোঝার আত্মা, পরামর্শ ও শক্তির আত্মা, জ্ঞানের আত্মা এবং সদাপ্রভুর ভয়ের আত্মা - 3 এবং তিনি সদাপ্রভুর ভয়ে আনন্দিত হবেন। তিনি তার চোখ দিয়ে যা দেখেন তার দ্বারা বিচার করবেন না, বা কান দিয়ে যা শোনে তার দ্বারা সিদ্ধান্ত দেবেন না; 4 কিন্তু ধার্মিকতার সঙ্গে তিনি অত্যাচারীদের বিচার করবেন, ন্যায়ের সঙ্গে তিনি পৃথিবীর দরিদ্রদের বিচার করবেন। সে তার মুখের লাঠি দিয়ে মাটিতে আঘাত করবে; তার ঠোঁটের নিঃশ্বাসে সে দুষ্টদের হত্যা করবে। 5 ধার্মিকতা হবে তার বেল্ট এবং বিশ্বস্ততা তার কোমরের চারপাশে সূপ। 6 নেকড়ে মেষশাবকের সঙ্গে বাস করবে, চিতাবাঘ ছাগল, বাঘুর, সিংহ ও এক বছরের বাঘের সঙ্গে শুয়ে থাকবে; এবং একটি ছোট শিশু তাদের নেতৃত্ব দেবে। 7 গাভী ভাল্লুকের সাথে থাকবে, তাদের

বাস্কারা একসাথে শুয়ে থাকবে, আর সিংহ বলদের মত খড় খাবে। 8শিশুটি সাপের গর্তের কাছে খেলবে, আর ছোট শিশুটি সাপের বাসাটিতে হাত দেবে। 9তারা আমার সমস্ত পবিত্র পর্বতে ক্ষতি বা ধ্বংস করবে না, কারণ সমুদ্র যেমন জল ঢেকে আছে পৃথিবী সদাপ্রভুর জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবে। 10সেই দিন যিশয়ের মূল লোকদের জন্য একটি পতাকা হয়ে দাঁড়াবে; জাতিগুলি তাঁর কাছে সমাবেশ করবে, এবং তাঁর বিশ্রামের স্থান মহিমান্বিত হবে (ইশাইয়া 11:1-10)

যিশাইয় সেই ব্যক্তির কথা বলেছেন যিনি এই পরিবর্তনের সময় নিয়ে আসবেন। এটি চার্চ হবে না যারা মন্দের সমস্ত শক্তিকে পরাস্ত করবে, তবে জেসি (কিং ডেভিডের পিতা) এর স্টাম্প থেকে অক্ষুর হবে। আমাকে ভুল বুঝবেন না, খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হিসাবে আমরা সকলেই বিশ্ব, মাংস এবং শয়তানকে পরাস্ত করতে চাই, কিন্তু যীশু হলেন সেই একজন যিনি, তাঁর বিকল্প মৃত্যুর মাধ্যমে, সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। প্রভু বললেন, “কিন্তু মন নাও; আমি জগতকে জয় করেছি” (জন 16:33)। দায়ুদের বংশধরদের মধ্যে একজন রাজা এসেছেন যিনি পৃথিবীর বিচার করবেন। এই এক, প্রভু যীশু, তিনি যা দেখেন বা শোনে তার দ্বারা বিচার করবেন না, কারণ তিনিই সর্বস্ত্র এবং সব কিছু জানেন। তিনি কঠিন পরিস্থিতির বিচার করবেন যেহেতু তিনি শাসন করেন এবং ধার্মিকতায় রাজত্ব করেন। তিনি পৃথিবীতে এসে মানবতা ও অন্যান্যের নিকৃষ্টতম কষ্ট সহ্য করেছেন এবং সকলকে জয় করেছেন। তিনিই তাঁর কথা দিয়ে কথা বলার এবং সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন। তাঁর ঠোঁটের নিঃশ্বাসে, তিনি দুষ্ণদের হত্যা করবেন (v. 4) **কিন্তু তার আগমনের দিন কে সহ্য করতে পারে? কে দাঁড়াতে পারে যখন সে হাজির হয়? কারণ সে হবে শোধকের আগুনের মতো বা ধোঁয়ার সাবানের মতো”** (মালাচি ৩:২)

3 প্রশ্ন আপনি এই আয়াতে কি মনে করেন. এছাড়াও, **মিস ইশাইয়া 11 অনুচ্ছেদ করা শিশুর পরিবর্তনের প্রভাব কী হবে?**

খ্রীষ্ট যখন সিংহাসনে বসেন তখন যে পরিবর্তনগুলি ঘটে তা লক্ষ্য করুন। একে অপরের বিপরীত প্রাণীরা একে অপরের পাশাপাশি খাওয়াবে (বনাম 6-7)। নেকড়ে এবং ভেড়ারা রাতে একে অপরের সাথে শুয়ে থাকবে - একে অপরের সাথে বসবাস করবে। সিংহ, গ্রহের সবচেয়ে শিকারী প্রাণীদের মধ্যে একটি, একটি বলদ যেভাবে খড় খাবে (v. 7), এবং ছোট বাস্কারা তাদের পাশাপাশি হাঁটবে এবং তাদের নেতৃত্ব দেবে (v. 6)। যখন এই ভবিষ্যদ্বাণীটি খ্রিস্টের 600 বছর আগে দেওয়া হয়েছিল, তখন ইস্রায়েলে হিংস্র প্রাণী প্রচুর ছিল, স্যামসন একটি সিংহের সাথে কুস্তি করেছিলেন (বিচারক 14:6), সেইসাথে রাজা ডেভিড (1 স্যামুয়েল 17:34-35)। সেখানে শিশুরাও যোগদানকারীর গহ্বরে প্রবেশ করবে এবং বিষধর সাপের সাথে খেলবে (v. 8)। ইশাইয়া বলেছেন যে ঈশ্বরের জ্ঞান পৃথিবীকে ঢেকে রাখবে, তাই গোয়িম, অজাতীয় জাতিগণ, তাঁর উপর তাদের আস্থা রাখবে এবং তাঁর বিশ্রাম মহিমান্বিত হবে (v. 10)। এটা হবে বিশ্রামবার 1000 বছরের বিশ্রাম। ঈশ্বর অবশেষে পৃথিবীতে শান্তি এবং মানুষের প্রতি মঙ্গল কামনার প্রার্থনার উত্তর দেবেন। ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং রাজত্ব এটি সম্পন্ন করবে। তাঁর সমস্ত সৃষ্টি অবশেষে শান্তিতে বাস করবে

একটি নতুন পৃথিবী এবং নতুন স্বর্গ

পরবর্তী অনুচ্ছেদে, ভাববাদী ইশাইয়া (65:17-25) আবার এই সময়ের কথা বলেছেন যখন পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হবে:

17“দেখ, আমি নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করব। আগের কথাগুলো মনে থাকবে না, মনেও আসবে না। 18কিন্তু আমি যা সৃষ্টি করব তাতে চিরকাল আনন্দ কর এবং আনন্দ কর, কারণ আমি জেরুজালেমকে আনন্দ এবং তার লোকদের আনন্দের জন্য সৃষ্টি করব। 19আমি জেরুজালেমের জন্য আনন্দ করব এবং আমার লোকদের নিয়ে আনন্দ করব; তাতে আর কান্নার আওয়াজ শোনা যাবে না। 20“আর কখনও সেখানে এমন কোন শিশু থাকবে না যে কয়েকদিন বেঁচে থাকে, অথবা এমন বৃদ্ধ যে তার বছর বেঁচে থাকে না; যে ব্যক্তি একশ বছর বয়সে মারা যায় তাকে নিছক শিশু মনে করা হবে; যে ব্যক্তি একশতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয় সে অভিশপ্ত বলে বিবেচিত হবে। 21তারা ঘর তৈরী করবে এবং তাতে বাস করবে; তারা দ্রাক্ষাক্ষেত্র রোপণ করবে এবং তাদের ফল খাবে। 22তারা আর ঘর বানাবে না এবং অন্যরা তাতে বাস করবে না, বা রোপণ করবে না এবং অন্যরা খাবে। কারণ গাছের দিন যেমন আমার লোকদের দিন তেমনি হবে; আমার মনোনীত লোকেরা তাদের হাতের কাজ দীর্ঘকাল উপভোগ করবে। 23তারা বৃথা পরিশ্রম করবে না, দুর্ভাগ্যের জন্য তারা সন্তান ধারণ করবে না; কারণ তারা হবে প্রভুর আশীর্বাদপ্রাপ্ত জাতি, তারা এবং তাদের সঙ্গে তাদের বংশধররা। 24তারা ডাকার আগেই আমি উত্তর দেব; তারা যখন কথা বলছে তখন আমি শুনব। 25

নেকড়ে ও মেসশাবক একসাথে থাকবে, আর সিংহ ষাঁড়ের মত খড় থাকবে, আর ধুলো হবে সাপের খাবার। তারা আমার সমস্ত পবিত্র পর্বতে ক্ষতি বা ধ্বংস করবে না," প্রভু বলেছেন (ইশাইয়া 65:17-25)

শতাব্দী ধরে পৃথিবী যেভাবে ছিল তা পরিবর্তিত হবে এবং খুব কমই মনে থাকবে (v.17)। এটি সম্পূর্ণ পুনর্নবীকরণ এবং পুনরুদ্ধারের একটি সময় হবে। নতুন স্বর্গ, সম্ভবত, অদৃশ্য রাজ্যে শত্রুর বাসস্থানের ধ্বংসকে বোঝায় যেখানে সে মানবতার বিরুদ্ধে তার অভিযান চালিয়েছে। সেই পর্যন্ত, শয়তানকে বলা হয় আকাশের শক্তির রাজপুত্র (ইফিষীয় ২:২)। অ্যাক্টস বইয়ে, লুক বলেছেন যে যীশুকে অবশ্যই স্বর্গে থাকতে হবে যতক্ষণ না ঈশ্বরের সবকিছু পুনরুদ্ধার করার সময় আসে, যেমন তিনি তাঁর পবিত্র নবীদের মাধ্যমে অনেক আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন (প্রেরিত 3:21)। পৃথিবী তার আদিম সৌন্দর্য এবং উর্বরতা পুনরুদ্ধার করা হবে। সহস্রাব্দের সময়, যারা জীবিত তারা দীর্ঘকাল তাদের কাজের ফল ভোগ করবে; তারা যা রোপণ করবে, তারা ফসল পাবে। তারা যা তৈরি করবে তা তাদেরই হবে যেখানে বসবাস করতে হবে। আর কোন কান্না বা কান্না থাকবে না (v. 19)।

যীশু যখন সাধুদের রূপাচার এবং পুনরুত্থানে আসেন, তখন পৃথিবীর সমস্ত জনসংখ্যা, যতদূর আমি দেখি, হত্যা করা হবে না। সাধুদের আনন্দ ও পুনরুত্থান এবং ঈশ্বরের ক্রোধ ঢেলে দেওয়ার পরে, ফেরেশতারা থ্রিস্টের রাজ্য থেকে সমস্ত মন্দকে বের করে দেবেন। "মনুষ্যপুত্র তার ফেরেশতাদের পাঠাবেন, এবং তারা তার রাজ্য থেকে পাপের কারণ এবং যারা মন্দ কাজ করে তাদের সমস্ত কিছুকে তাড়িয়ে দেবে" (ম্যাথু 13:41)। সহস্রাব্দের সময় এবং হাজার বছরের শেষে মহান সাদা সিংহাসনের বিচার না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে এখনও খালাস না পাওয়া মানুষ থাকবে এবং সেই সময়ে, মৃত্যু এবং হেডিসকে আগুনের হ্রদে নিক্ষেপ করা হবে (প্রকাশিত বাক্য 20:14)। যারা খালাস পায়নি তাদের এখনও মহান সাদা সিংহাসনের বিচারের মুখোমুখি হতে হবে যেখানে সাধুরা উপস্থিত হবে না

সহস্রাব্দ চূড়ান্ত রায়ের আগে পুনরুদ্ধারের সময় হবে। এটি এমন একটি আশীর্বাদপূর্ণ সময় হবে যারা বসবাস করে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, তারা জেনেসিস বইয়ের মতো শত শত বছর ধরে। আদম 930 বছর বেঁচে ছিলেন (জেনেসিস 5:5), শেঠ 912 বছর বেঁচে ছিলেন (জেনেসিস 5:8), এবং মেথুসেলাহ 969 বছর বেঁচে ছিলেন (জেনেসিস 5:27)। একজন মানুষ যে একশ বছর বয়সে মারা যায় তাকে শিশু হিসেবে বিবেচনা করা হবে (v. 20)। সাধু যারা ঈশ্বরের আশ্রয় দ্বারা আবার জন্মগ্রহণ করে, তারা কখনই মরবে না। তারা অবিদ্যমান (1 করিন্থিয়ানস 15:52)

সহস্রাব্দ চূড়ান্ত রায়ের আগে পুনরুদ্ধারের সময় হবে। এটি এমন একটি আশীর্বাদপূর্ণ সময় হবে যারা বসবাস করে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, তারা জেনেসিস বইয়ের মতো শত শত বছর ধরে। আদম 930 বছর বেঁচে ছিলেন (জেনেসিস 5:5), শেঠ 912 বছর বেঁচে ছিলেন (জেনেসিস 5:8), এবং মেথুসেলাহ 969 বছর বেঁচে ছিলেন (জেনেসিস 5:27)। একজন মানুষ যে একশ বছর বয়সে মারা যায় তাকে শিশু হিসেবে বিবেচনা করা হবে (v. 20)। সাধু যারা ঈশ্বরের আশ্রয় দ্বারা আবার জন্মগ্রহণ করে, তারা কখনই মরবে না। তারা অবিদ্যমান (1 করিন্থিয়ানস 15:52)।

স্বর্গ এবং সহস্রাব্দের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে আমাকে স্পষ্ট হতে দিন। যদিও সহস্রাব্দ হবে যখন আমরা পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যের অভিজ্ঞতা লাভ করব, তবে আরও অনেক কিছু আসতে হবে! সহস্রাব্দের শেষে নতুন জেরুজালেম ঈশ্বরের কাছ থেকে নেমে আসবে এবং সেখানে আর মৃত্যু হবে না:

1 তারপর আমি "একটি নতুন স্বর্গ ও একটি নতুন পৃথিবী" দেখলাম, কারণ প্রথম স্বর্গ ও প্রথম পৃথিবী বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং সেখানে আর কোন সমুদ্র নেই। 2 আমি পবিত্র শহর, নতুন জেরুজালেম, ঈশ্বরের কাছ থেকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখেছি, তার স্বামীর জন্য সুন্দর সাজে কনের মতো প্রস্তুত। 3 আর আমি সিংহাসন থেকে একটি উচ্চস্বর শুনতে পেলাম, "দেখ! ঈশ্বরের বাসস্থান এখন মানুষের মধ্যে, এবং তিনি তাদের সঙ্গে বাস করবেন। তারা হবে তাঁর লোক, এবং ঈশ্বর নিজেই তাদের সঙ্গে থাকবেন এবং তাদের ঈশ্বর হবেন। 4 তিনি তাদের চোখের জল মুছে দেবেন। আর কোন মৃত্যু বা শোক বা কান্নাকাটি বা বেদনা থাকবে না, কারণ পুরানো জিনিসগুলি শেষ হয়ে গেছে" (প্রকাশিত বাক্য 21:1-4)।

স্বর্গ এবং সহস্রাব্দের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে আমাকে স্পষ্ট হতে দিন। যদিও সহস্রাব্দ হবে যখন আমরা পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যের অভিজ্ঞতা লাভ করব, তবে আরও অনেক কিছু আসতে হবে! সহস্রাব্দের শেষে নতুন জেরুজালেম ঈশ্বরের কাছ থেকে নেমে আসবে এবং সেখানে আর মৃত্যু হবে না:

1তারপর আমি “একটি নতুন স্বর্গ ও একটি নতুন পৃথিবী” দেখলাম, কারণ প্রথম স্বর্গ ও প্রথম পৃথিবী বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং সেখানে আর কোন সমুদ্র নেই। 2আমি পবিত্র শহর, নতুন জেরুজালেম, ঈশ্বরের কাছ থেকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখেছি, তার স্বামীর জন্য সুন্দর সাজে কনের মতো প্রস্তুত। 3আর আমি সিংহাসন থেকে একটি উচ্চস্বর শুনতে পেলাম, “দেখ! ঈশ্বরের বাসস্থান এখন মানুষের মধ্যে, এবং তিনি তাদের সঙ্গে বাস করবেন। তারা হবে তাঁর লোক, এবং ঈশ্বর নিজেই তাদের সঙ্গে থাকবেন এবং তাদের ঈশ্বর হবেন। 4‘তিনি তাদের চোখের জল মুছে দেবেন। আর কোন মৃত্যু বা শোক বা কান্নাকাটি বা বেদনা থাকবে না, কারণ পুরানো জিনিসগুলি শেষ হয়ে গেছে” (প্রকাশিত বাক্য 21:1-4)

সমগ্র শাস্ত্রের খিম হল মুক্তির ছবি। যীশু যখন পাপের জন্য মারা গিয়েছিলেন, তখন তিনি শুধু পাপের শাস্তি বাতিল করেননি। তিনি এর জন্য সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করেছেন। যেহেতু ঐশ্বরিক ন্যায়বিচার সন্তুষ্ট ছিল, তাই খ্রীষ্টের কাছে জিনিসগুলিকে তাদের উদ্দিষ্ট উদ্দেশ্য, তাদের অভিপ্রেত গৌরব পুনরুদ্ধার করার অধিকার রয়েছে। যীশু যখন রাজত্ব করতে আসবেন, তিনি জিনিসগুলিকে তাদের জায়গায় স্থাপন করবেন এবং আমরা পৃথিবীর সম্পূর্ণ মুক্তি দেখতে পাব এবং জীবনের রহস্যগুলি সম্পূর্ণরূপে জানতে পারব।

অনেক জাতি জেরুজালেমে আসবে, পৃথিবীর রাজধানী শহর, প্রভুর খোঁজ করতে এবং তাঁর উপাসনা করতে। আর ভিন্ন ধর্ম থাকবে না। সমস্ত মানুষ অবশেষে বুঝতে পারবে যে শয়তানের প্রতারণামূলক কৌশলগুলির মধ্যে একটি ছিল ধর্মকে ব্যবহার করে মানুষকে বিভক্ত করা এবং জয় করা। সমস্ত মানুষ বুঝতে পারবে যে একমাত্র ঈশ্বর আছেন, এবং তাঁর জ্ঞান হবে সর্বজনীন। জেরুজালেম, শহর নিজেই, পরিবর্তন করা হবে। প্রভু স্বয়ং সেখানে থাকবেন:

2শেষকালে সদাপ্রভুর মন্দিরের পর্বতটি পাহাড়ের মধ্যে প্রধান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে; তা পাহাড়ের উপরে উঠানো হবে এবং সমস্ত জাতি এতে প্রবাহিত হবে। 3অনেক লোক এসে বলবে, "এস, আমরা সদাপ্রভুর পাহাড়ে, যাকোবের ঈশ্বরের ঘরে যাই। তিনি আমাদের তাঁর পথ শিক্ষা দেবেন, যাতে আমরা তাঁর পথে চলতে পারি।" সিয়োন থেকে বিধি-ব্যবস্থা বের হবে, জেরুজালেম থেকে প্রভুর বাণী। 4তিনি জাতিদের মধ্যে বিচার করবেন এবং বহু জাতির বিবাদ মিটিয়ে দেবেন। তারা তাদের তরবারি পিটিয়ে লাঙলের ফালি এবং তাদের বর্শাকে ছাঁটাই করার হুকগুলিতে পরিণত করবে। জাতি জাতির বিরুদ্ধে তলোয়ার তুলে নেবে না, তারা আর যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ দেবে না (ইশাইয়া 2:2-4)

পৃথিবীতে বাস করার কল্পনা করুন যেখানে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট জেরুজালেমে তাঁর সিংহাসনে রাজত্ব করছেন। ট্যাঙ্ক, বন্দুক এবং যুদ্ধের অস্ত্রের কোন অর্থনৈতিক প্রয়োজন হবে না; এটি একটি মহান অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সময় হবে কারণ মানুষ আর যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ দেবে না (ইশাইয়া 2:4)। খ্রীষ্ট যীশু সাধুদের সমন্বয়ে পৃথিবীতে তাঁর সরকার স্থাপন করবেন। প্রত্যেক জাতি একে অপরের সাথে শান্তিতে থাকবে, রাজা যীশু তাঁর সিংহাসনে বসে থাকবেন। যারা দেশ, অঞ্চল, রাজ্য, শহর এবং নগরের উপর রাজত্ব করে তারা হলেন খ্রীষ্টের দেহ, সাধু, যারা মন্দকে প্রতিরোধ করার এবং ঈশ্বরের লোকেদের যন্ত্র নেওয়ায় তাদের বিশ্বস্ততার কারণে যোগ্য বলে গণ্য হয়েছে।

জেরুজালেম নিজেই তার চারপাশের পর্বতগুলির চেয়ে উঁচুতে উঠবে (v. 2)। এই মুহুর্তে, পূর্ব দিকের জলপাই পর্বত থেকে জেরুজালেমের দিকে তাকানো যায়। কিছু ভূতাত্ত্বিক ঘটনার মাধ্যমে জেরুজালেম উত্থাপিত হতে পারে। রাজা, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, আমাদেরকে তাঁর পথের বিষয়ে শিক্ষা দেবেন এবং জাতির মধ্যে যে কোনো অবশিষ্ট বিবাদের নিষ্পত্তি করবেন। শাস্ত্র আমাদের বলে যে নতুন জেরুজালেম 1000 বছর শেষ না হওয়া পর্যন্ত উপরে থেকে পৃথিবীতে নেমে আসে না (প্রকাশিত বাক্য 21:1-2)। সেই সময় পর্যন্ত, রাজা যীশুর সিংহাসন জেরুজালেমে, যেখানে অনেক লোক রাজা যীশুর প্রশংসা ও উপাসনা করতে আসবে (ইশাইয়া 2:2-3)। **ইশাইয়া ভাববাদী বলেছেন, "তোমার চোখ রাজাকে তার সৌন্দর্যে দেখতে পাবে এবং দূরবর্তী একটি দেশ দেখতে পাবে" (ইশাইয়া 33:17)। আপনি কি যীশুর পায়ের কাছে বসে তাঁর উপস্থিতি উপভোগ করার কল্পনা করতে পারেন? তিনি আমাদের তাঁর পথ শিক্ষা দেবেন, যাতে আমরা তাঁর পথে চলতে পারি” (ইশাইয়া 2:3)**

অবশেষে ইসরাইল বনাম ফিলিস্তিন ইস্যু মিটে যাবে। ইসহাকের পুত্রদের মধ্যে শান্তি থাকবে; জ্যাকব এবং ইসাউ, ইহুদি এবং আরব নামক ভাই:

23সেই দিন মিশর থেকে আসিরিয়ার একটি মহাসড়ক হবে। আসিরীয়রা মিশরে যাবে এবং মিশরীয়রা আসিরিয়ার দিকে যাবে। মিশরীয় ও আসিরীয়রা একসাথে উপাসনা করবে। 24সেই দিন ইস্রায়েল হবে তৃতীয়, মিশর ও আসিরিয়ার সাথে, পৃথিবীতে আশীর্বাদ হবে। 25 সর্বশক্তিমান প্রভু তাদের আশীর্বাদ করবেন এই বলে, "ধন্য মিশর আমার প্রজা, আসিরিয়ার আমার হাতের কাজ, এবং ইস্রায়েল আমার উত্তরাধিকার" (ইশাইয়া 19:23-25)

আমরা অবশেষে আমাদের বিশ্বের প্রতিটি অস্থির অংশে শান্তি দেখতে পাব। লোভ, স্বার্থপরতা, এবং শত্রুতা শান্তির পথ দেবে, যেমন পৃথিবী প্রভুর জ্ঞানে পূর্ণ হবে, যেমন জল সমুদ্রকে ঢেকে রাখে (হাবাক্কুক 2:14)

প্রার্থনা: পিতা, আমরা আপনার মুক্তির পরিকল্পনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা প্রার্থনা করি যে আমরা এখানে এবং এখন জীবনে আমাদের প্রকৃত সম্পদ দেখতে সক্ষম হব। আমরা আপনার করুণা, সমবেদনা এবং শান্তি কামনা করি যা আপনি আমাদের এই জীবনে অনুভব করতে চান এবং অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে চান। একসাথে আমরা প্রার্থনা করি,

"তোমার রাজ্য আসুক, এবং স্বর্গের মত পৃথিবীতেও তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।"

[আরও বাংলা বাইবেল অধ্যয়নের জন্য এখানে ক্লিক করুন](#)

কিথ টমাস,

ইমেইল: keiththomas@groupbiblestudy.com

ওয়েবসাইট: www.groupbiblestudy.com